মার্চের আতুড় ঘরে

মখদুম আজম মাশরাফী

১৯৭১, ২৬ সে মার্চের থমথমে প্রত্যুষ । ২৫ শে মার্চে ঢাকায় মধ্য রাতের গোলাগুলি, আহত সন্ত্রস্ত মানুষের আর্তনাদ, এলোপাথাড়ী ছুটোছুটি আর প্রানান্ত পলায়নের পর নিস্তব্ধতা। গুটিকয় মসজিদে আযানের ধ্বনি। সন্তর্পণে ভোরের আলো ফুটছে আকাশে। বাংলার গন মানুষের জীবনে চীর আকাঙ্খিত আশীর্বাদের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে স্বাধীনতা।

২৬ মার্চ ১৯৭১ একটি অনন্যোপায় দিন। হতাশা, বেদনাতুর প্রতিরোধের দিন। দেশ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সব রকম রাজনৈতিক সমাধান প্রচেষ্টার অবসানের দিন। পাকিস্তানী সামরিক সরকারের চাতুরতা, নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতার দিন। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব শক্তির মহাপরীক্ষার দিন। ২৬ মার্চ মুলত হয়ে পড়ে একটি অনিবার্য দিন। এ জন্য যে ২৫ মার্চের বিভীষিকাময় কালো রাতের পরের প্রত্যুষ এই দিন। অনন্যোপায়, হতবাক পূর্ব বাংলার গন মানুষের গনতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামে হতাশাময় দিন ছিল ঐ ২৫ এর রাত। সে রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া তস্করের মত পালিয়ে যান পাকিস্তানে। জুলফিকার আলী ভুটটো ও তার পিছু নিয়ে পালান দেশ থেকে। ঘুমন্ত নগরবাসীর ওপর লেলিয়ে দিয়ে যান সেনাবাহিনীকে দস্যু বাহিনীর ঢঙে। এ দুজনের পাশবিক ক্রোধ, অসভ্য অরাজনৈতিক হঠকারিতা, দায়িত্ব জ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত পাঁড় মদ্যপকেও হার মানায়। তথাকথিত "মুসলমান" দেশের প্রেসিডেন্টের মদ্যপায়ী উন্মাদ আচরন ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার রক্তাক্ত পথে অর্জিত একটি দেশের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে। ২৫ মার্চের ঘড়িতে রাত বারোটা তাই হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানের অস্তিতেরও রাত বারোটা। ২৫ শে মার্চের রাত ১২ টা এক মিনিট তাই এক মাহেন্দ্র ক্ষণ। এক সম্পূর্ণ পবিত্র নতুন দিনের অভ্যুদয় ঘটায় এই ক্ষণটি।

সারা পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা ১৯৭০ এর সাধারন নির্বাচনে অবিস্মরণীয় ম্যানডেট প্রাপ্ত দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান। প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগ জেতে ২৮৮ আসনে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সে নির্বাচনে জুলফিকার আলী ভুটটোর পিউপিলস পার্টির ওখানকার সংখ্যধিক্য পায়। পাকিস্তান জাতিয় পরিষদে মোট ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগ জেতে ১৬০ আসনে। ভুটটোর পিউপিলস পার্টি জেতে ৮০ টি আসনে। আর অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র জেতে ৫৯ টি আসনে। তার মানে মোট ১৩৯ টি আসনে জেতে পাকিস্তানের দলগুলি। এছাড়া আর অন্য চারটি প্রাদেশিক পরিষদে পিউপিলস পার্টি সব গুলিতেই সংখ্যাধিক্য পায়। গনতান্ত্রিক নিয়মে সভ্যভাবে ভাবে খুব সহজেই আওয়ামী লীগ সরকার গঠন আর পিউপিলস পার্টি বিরোধী দল হিসেবে সংসদ বা জাতিয় পরিষদ গঠন করতে পারতেন। প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানেরও সে রকমই পদক্ষেপ নেয়ার অভিপ্রায় ছিল

। কিন্তু এক দিকে ২৫ বছরের বৈষম্য আর সীমাহীন অবহেলা, অপমান পূর্ব বাংলার মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। অন্য দিকে ভুটটোর পশ্চিম পাকিস্তান অংশে জিত হয়ে ওঠে একরোখা অপশক্তির ভিত্তি। আপস আলোচনা ভেস্তে যায়। সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। তিনি অনেকটা চিড়ে চ্যাপ্টা তখন। অবশেষে মুজিবের অনড় অবস্থান, ভুটটোর গোঁয়ার আচরনের সাথে যুক্ত হয় ইয়াহিয়ার মেরুদণ্ডহীন ব্যাক্তিত্ব। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হয়ে পড়েন ভুটটোর "বিধ্বংসী বিস্ফোরক।" ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানী আন্দোলন পূর্ববাংলার জনগন আর তাদের নেতৃত্বের সকল অবদানের ইতিহাস তুচ্ছ করে ভুটটো -ইয়াহিয়া ঘটান আত্মঘাতী বিধ্বংসী বিস্ফোরন। ২৫ মার্চের অন্ধ রাতে ঘটে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম অপরাধ। একটি দেশের সেনাবাহিনী ব্যারাকে তার নিজ সেনাদের নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করে। নিজ দেশবাসীর অপর অতর্কিতে সামরিক আক্রমন পরিচালনা করে।

২৬ মার্চ তাই বাঙ্গালির অনন্যোপায় প্রতিরোধের প্রত্যুষ| আত্মরক্ষা, আত্মসম্মান সমুন্নত রাখার এক অনন্যোপায় যুদ্ধে জেগে ওঠে সারা দেশ। সভ্য গনতান্ত্রিক পথ বদলে শুরু হয় বাঙ্গালির সশস্ত্র গনভিত্তিক মুক্তি যুদ্ধ। চিরকালিন গনতন্ত্র প্রেমী নিরাপোষ শেখ মুজিবুর রহামান না পালিয়ে গনতন্ত্রের শক্তিকে সমুন্নত রাখেন।এই বিবমিষা, অতর্কিত রাজনৈতিক ক্রান্তি লগ্নে তিনি গ্রহন করেন সবচেয়ে সাহসী কিন্তু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান। গুলির বৃষ্টিতে সেদিনই তিনি ঝাঁজরা হতে পারতেন।তবুও বর্বর শক্তির কাছে শারীরিক নির্যাতন, মৃত্যু সম্ভবনাকে তিনি স্থির চিত্তে বরন করেন।

২৫ মার্চের রাতের পর যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের স্থগিকরন হয় সেখানে ২৬ মার্চের প্রত্যুষে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের জন্য নেতৃত্বে তাজুদ্দিন আহমেদের অগ্নিপরীক্ষার শুরু। মুলত তাজুদ্দিন আহমেদের স্থির-লক্ষ্য আর দৃঢ় নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সফলতার সাথে সংগঠিত করে তোলে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিবেশী ভারত পাশে এসে দাঁড়ায়। ১৯৭০ নির্বাচনে পরাজিত পূর্ব বাংলার সব রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকেও তাজুদ্দিন বিচক্ষনতার সাথে এই জাতির লক্ষ্য অর্জনে সঙ্গী করে তুলতে সক্ষম হন। সে কালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার চৈনিক বামপন্থী আর উগ্রবাদী ধর্মমুখী দলগুলো এই প্রতিরোধে বিরোধিতা করে। কিন্তু চীনপন্থী বলে পরিচিত হলেও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী বরাবরই পাকিস্তানী আচরনের প্রতিবাদ করেন আর স্বাধীনতার কথা বলেন। তিনি এই প্রতিরোধ যুদ্ধে বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে ভুমিকা পালন করেন। খান আব্দুল ওয়ালী খানের পূর্ব বঙ্গীয় দল অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ন্যাপ) ও মনি সিংহের কম্যুনিস্ট পার্টি এই প্রতিরোধ যুদ্ধে একটি ক্যাটালিস্ট হিসেবে বিপুল ভুমিকা রাখে। যদিও ন্যাপ পশ্চিম পাকিস্তানী ন্যাপকে পূর্ব বাংলার গণহত্যার বিরুদ্ধে তেমন প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না। তবে এই দুটি মস্কোপন্থী বাম দলের সূত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে সম্মিলিত শক্তি হিসেবে আমাদের পাশে এসে দৃঢ় ভাবে দাঁড়ায়। চীন-মার্কিন কৃত শত বিরোধিতার সামনে ভারত-সোভিয়েত শক্তি হয়ে ওঠে দুর্ভেদ্য

দেয়াল। এছাড়া যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ন্যাপ কম্যুনিস্ট ক্যাম্পে আলাদাভাবে যুদ্ধ প্রশিক্ষন ও গেরিলা যুদ্ধের শক্তি সংহত করা হয়।

ওদিকে দেশের অবিসংবাদিত নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর দিন গোনেন। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে যুক্ত পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের জনগন এই বর্বরোচিত হামলা আর সবচেয়ে জনপ্রিয় জাতিয় নেতা কে বন্দি করার ব্যাপারে নির্বিকার থাকেন৷ এদের নেতারাও নীতিগত ভাবে অথবা ভয়গ্রস্ত হয়ে কোন প্রতিবাদ করেন নাই৷ গণতন্ত্র প্রক্রিয়ার পথের যাত্রী একটি জাতিয় সাধারন নির্বাচনের পর পরই এ ধরনের একটি হঠকারিতায় তাদের নিশ্চুপ থাকাটি পাকিস্তানের জন্য মৃত্যু অনিবার্য করে তোলে । ১৯৪৭ সালে যুক্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা , পুরো পাকিস্তানে জন্য গনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, জেল জুলুম, সামরিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ানো এগুলির সব কিছুই মুলত ঘটতো পূর্ব বাংলায়। গনতন্ত্রের যে টুকু সুবিধা পাকিস্তানীরা আজকাল ভোগ করেন তা বাঙ্গালির সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের ফসল মাত্র।

যা হোক, তবে বিশ্ববাসী মতামত ও পদক্ষেপ গ্রহনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ় ভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই সমীকরনে সোভিয়েত শক্তির ভার শেখ মুজিবের জীবন রক্ষায় একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। তার জীবন রক্ষা, তার মুক্তি আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা তখন সমার্থক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এটা স্পষ্ট যে, তিনি পলাতক থাকলে এই সমীকরনের ভিন্ন মাত্রা দাঁড়াতে পারত। না, ২৬ মার্চ কোন পূর্ব নির্ধারিত স্বাধীনতা ঘোষণার দিন ছিল না৷ কিংবা ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট তারিখে বিলেতে গোল টেবিলে বসে, কিংবা বিলেতের পার্লামেন্টে ভোটাভুটিতে তা নির্ধারিত

হয় নি। ২৫ মার্চে হঠকারিতা না ঘটালে ২৬ মার্চের জন্ম হত কিনা প্রশ্ন আছে। তাই ২৫ মার্চের কাল রাতের নেতি বাচক গুরুত্ব ও অনেক। এমনও হতে পারে ২৫ মার্চেই পাকিস্তানের পরাশাসক চেয়েছিল পাকিস্তানের ইতি ঘটাতে। সে দিন ইতি টানলে হয়তো ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বরের জাতি বিনাশী বুদ্ধিজীবি নিগ্রহ ও হত্যার রোমহর্ষক অপরাধ করার সময় তাদের হত না। অন্যদিকে বিশ্ব জনমত, বিশ্ব সভার প্রতীক্ষা না করে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৬ মার্চেই গণহত্যা নিবারণে নেমে পড়লে এই দীর্ঘ নয় মাসের ধর্ষণ নির্যাতন অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা রোধ করা হয়তো সম্ভব হত।

আবার ১৯৭১ এর ১৬ এপ্রিল বাংলাদেশের সরকার গঠন ছিল তাজুদ্দিনের নিরলস, অক্লান্ত সাংগঠনিক শক্তির ফসল। একদিকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করা, গেরিলাদের প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা পরিচালনা করা, এক কোটি গৃহহারা শরণার্থীর ন্যূনতম খাদ্য,আশ্রয় ও ওষুধের ব্যাবস্থা করা। একি সাথে বিশ্ব জনমত সংগঠিত করে একটি স্বাধীন সরকার গঠন ও পরিচালনা করা কেবল তাজুদ্দিনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তার পাশে ছিলেন তিন নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী , কাম্ রুজ্জামান প্রমুখ। খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ তার পাকিস্তানী ফেডারেশন প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। সে সমীকরনে তিন নেতা আর তাজুদ্দিনের পক্ষে অন্য এক সিনিয়র নেতা হিসেবে মোস্তাককে সুকৌশলে সঙ্গে রাখাও ছিল একটি বড় রকমের রাজনৈতিক সাফল্য।

শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চের স্বাধীন প্রত্যুষ দেখেন নি। ২৫ মার্চের রাতেই তাকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধ কারাগারে। তার বন্দিশালা, অন্ধ কারাগারের প্রকোষ্টটি হয়ে ওঠে যেন বাংলার পুনর্জন্মের মাতৃ গর্ভ। নয় মাসের অন্ধকার জঠর। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরে হানাদার বাহিনীর নত মাথা আত্মসমর্পণও দেখেন নি। তিনি দেখেন নি বিস্ফোরিত বাংলাদেশের মুক্তির উল্লাস। কান্না-হাসি-আনন্দ-উত্তেজনার সেই মহিমান্বিত দিন। তবুও তিনি "মাতৃগর্ভ" কারাগারখানী থেকে ফিরে এসেছিলেন তার জন্য সযত্নে রাখা মধ্য মনির হিরন্ময় আসনটিতে । দীর্ঘ নয় মাসে দেশবাসী জায়নামাজে, গৃহকোনে, মসজিদে মন্দিরে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছিলেন । তার উত্তর মিলেছিল সেদিন টিতে। ১৯৭১ এর ২৬ মার্চে পেতে দেয়া স্বাধীনতার লাল সবুজ গালিচায় দৃপ্ত চরন ফেলে ১০ জানুয়ারী ১৯৭১ মুক্তিদুত তিনি ফিরেছিলেন দেশের মাটিতে।

Sheikh Mujib returns home from Pakistani prison on 10th January, 1972

মিডোস্প্রিং, পার্থ, অস্ট্রেলিয়া

১৬ মার্চ ২০১৬